তারিখ 20 APR 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

দৈনিক বাংলা

33

সরকারী কলেজে ১৪০০ জন প্রভাষক নিয়ুক্ত হচ্ছে

সুনীল ব্যানার্জি : জরুরী ভিত্তিতে সরকারী কলেজগুলোতে প্রায় ১৪শ' প্রভাষক নিয়োগ করা হচ্ছে। এদের অবিলম্বে নিয়োগের ব্যবস্থা করার জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাছে সুপারিশ করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের ভিত্তিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এই সুপারিশ করেছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবরঃ পাবলিক সার্ভিস কমিশন ১৫তম বিসিএস পরীক্ষা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত প্রভাষক নিয়োগের ব্যবস্থা করবে। এই উদ্দেশ্যে ১৬তম (বিশেষ) বিসিএস পরীক্ষা নেয়া হবে। কম নম্বরের ভিত্তিতে ১৬তম (বিশেষ) বিসিএস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে মাত্র ২০০ নম্বরের লিখিত প্রিলিমিনারী টেষ্ট ও ২০০ মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এ ছাড়া শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর ৬০০ নম্বর ধরা হবে। ১৬তম (বিশেষ) বিসিএস পরীক্ষায় অনার্সসহ মাষ্টার ডিগ্রীধারীদের প্রাধান্য দেয়া হবে। তবে যারা মাষ্টার ডিগ্রীতে প্রথম শ্রেণী পেয়েছেন তাদের অনার্স ডিগ্রী না থাকলেও চলবে।

সূত্রমতে, ১৬তম (বিশেষ) বিসিএস পরীক্ষা নেয়ার জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন চলতি মাসের মধ্যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেবে। বিজ্ঞাপনে প্রার্থীদের এক মাসের মধ্যে আবেদন করতে বলা যেতে পারে। এরপর জরুরীভিত্তিতে লিখিত প্রিলিমিনারী টেষ্ট ও মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হবে। আশা করা যাচ্ছে, জুলাই মাসের মধ্যে প্রভাষক নিয়োগের কাজ চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হবে।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একজন কর্মকর্তার মতে, ১৫তম বিসিএস-এর লিখিত পরীক্ষা সম্পন্ন হবার পরপরই ১৬তম (বিশেষ) বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে জরুরীভিত্তিতে উক্ত লোক নেয়ার জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেয়া হবে। তিনি আশা প্রকাশ করে জানান, বিজ্ঞাপন প্রকাশের তিন থেকে চার মাসের মধ্যে প্রভাষক নিয়োগের জন্য সুপারিশের ব্যবস্থা চূড়ান্তভাবে করা হবে।

১৫তম বিসিএস-এর লিখিত পরীক্ষা আগামী ২০ এপ্রিল শেষ হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, স্বল্প নম্বরের ১৬তম

(৮-এর পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

সরকারী কলেজে ১৪০০

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

(বিশেষ) বিসিএস পরীক্ষা নেয়ার জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয় আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় থেকে মতামত নিয়েছে। জরুরীভিত্তিতে সরকারী কলেজে প্রভাষক নিয়োগের উদ্দেশ্যে স্বল্প নম্বরের ১৬তম (বিশেষ) বিসিএস পরীক্ষা নেয়ার জন্য এই মতামত নেয়া হয়েছে।

গত বছর একই পদ্ধতিতে ১৪তম (বিশেষ) বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন কলেজে ১৮৮৬ জন প্রভাষক নেয়া হয়েছে। এই ১৮৮৬ জন প্রভাষক পদের জন্য ১৬ হাজারেরও বেশী প্রার্থী অংশ নিয়েছিলেন। ১৪তম (বিশেষ) বিসিএস পরীক্ষা নেয়ার জন্যও আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের মতামত নেয়া হয়েছিল বলে জানা গেছে।